চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম-৪১০০
www.cpa.gov.bd

বিষয়ঃ ০৩-০৬-২০১৯ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় চবক কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ, (ই), পিএসসি, বিএন
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
তারিখঃ ০৩-০৬-২০১৯খ্রি.
সময়ঃ সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
স্থানঃ **চবক কনফারেন্স রুম**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
১.	**চবক এর জন্য একটি যুগোপযোগী সাংগঠিক কাঠামো প্রণয়নঃ** চট্টগ্রাম বন্দরের সাংগঠনিক কাঠামো দীর্ঘদিনের পুরোনো। বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় বর্তমান অনুমোদিত জনবল দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা বেশ দুরুহ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। চট্টগ্রাম বন্দরের সীমানা আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে। চবক-তে নতুন নতুন টার্মিনাল/ইয়ার্ড যথাঃ বে-টার্মিনাল, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল, কর্ণফুলি কন্টেইনার টার্মিনাল ও মাতারবাড়ি কন্টেইনার টার্মিনাল সংযুক্ত হতে যাচ্ছে। এ সমস্ত টার্মিনাল/ইয়ার্ড পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য নতুন জনবল কাঠামো প্রয়োজন।	(ক) চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক সম্প্রসারণ সহ বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন টার্মিনাল ও ইয়ার্ড পরিচালনা ও নিরাপত্তার বিষয়ে বিবেচনা রেখে আগামী ২৫ বছরের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের একটি যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হোক। (খ) চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য একটি আধুনিক যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করার জন্য প্রয়োজন হলে দেশীয়/আর্ন্তজাতিক কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হোক।	সদস্য (এএন্ডপি), চবক। পরিচালক (প্রশাসন), চবক।
২.	**চবক এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের উপস্থিতি-** চবক তে বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমনঃ ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস, ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এছাড়া চবক এর স্কুল/কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমক পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান, চবক প্রধান অতিথি হিসেবে এবং সদস্যবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সকল অনুষ্ঠানে চবক এর সকল বিভাগীয় প্রধান ও কর্মকর্তাবৃন্দ-কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও অনেকেই যথাসময়ে অনুষ্ঠানে স্থলে উপস্থিত হন না। এতে অনুষ্ঠানগুলোর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়।	চবক কর্তৃক আয়োজিত সকল জাতীয়/রাষ্ট্রীয় দিবসের অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বন্দরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার যথাসময়ে উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	সকল বিভাগীয় প্রধান, চবক।
৩.	**চবক এর অপারেশনাল কার্যক্রম–** চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম যথাঃ শিপ হ্যান্ডলিং ও কার্গো/ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং দ্রুত গতিতে চলছে। বর্তমানে চট্টগ্রামে বন্দরে কোন জাহাজ জট নেই। এর ফলে প্রায় সময় একটি জেটি খালি থাকছে এবং আউটারে কোন জাহাজ অপেক্ষমান থাকছে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০২১ সালে ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির যে লক্ষ্যমাত্রা ঘোষিত হয়েছে তা মোকাবেলায় এখনই চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন নতুন ইক্যুইপমেন্ট সংযোজন, টার্মিনাল নির্মাণ এর কারণে বন্দরের সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে তুলনায় রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার হচ্ছে না।	(ক) চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও সক্ষমতা সম্পর্কে চবক এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবহিত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ফোরামে চবক এর স্বার্থে এ সকল বিষয় উপস্থাপন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	পরিচালক (প্রশাসন), চবক। ম্যানেজার ট্রেনিং, চবক।

	রপ্তানি পণ্যের অভাবে আমদানিকৃত লোড কন্টেইনারের ৫০ ভাগই খালি যায়। এ সকল খালি কন্টেইনার দিয়েই ভিশন ২০২১ এর চাহিদা অনুযায়ী ৫০ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি পণ্য পরিবহনের সুবিধা অপেক্ষমান আছে। চট্টগ্রাম বন্দরের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও সক্ষমতা সম্পর্কে চবক এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবহিত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন ফোরামে চবক এর স্বার্থে এ সকল বিষয় উপস্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের উপর SWOT এনালাইসিস করে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন তৈরী করে তা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের প্রচার করা যেতে পারে।	কারিকুলামে যথাযথ বিষয় অনর্ভুক্ত করা হোক। (খ) চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ প্রণীত "টাইম রিলিজ স্টাডি" এর ন্যায় চট্টগ্রাম বন্দরের উপর SWOT এনালাইসিস করে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন তৈরী করে তা নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি সভা করা হোক।	পরিচালক (পরিবহন), চবক।
৪.	<u>সিডিএ কর্তৃক চট্টগ্রাম শহর থেকে শাহ্ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণ-</u> সিডিএ কর্তৃক চট্টগ্রাম শহর থেকে শাহ্ আমানত বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে বারিক বিল্ডিং মোড় থেকে বিমান বন্দর পর্যন্ত সড়কে বিভিন্ন স্থানে সয়েল টেস্ট সহ অন্যান্য কার্যক্রম করতে দেখা যায়। এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ডিজাইন করার পূর্বে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কোন মতামত নেয়া হয়নি এবং বিভিন্নভাবে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ডিজাইনের কোন কপি পাওয়া যায়নি। এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মিত হলে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে কার্গো/কন্টেইনার ও অন্যান্য উচ্চতা বিশিষ্ট সরঞ্জাম, ইক্যুইপমেন্ট ও কার্গো/ কন্টেইটার বাহী ট্রাক, লরি প্রবেশে বিঘ্ন ঘটতে পারে।	বারিক বিল্ডিং মোড় থেকে সল্টগোলা ক্রসিং পর্যন্ত সড়কে সিডিএ কর্তৃক এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে কোন ধরণের খোড়াখুঁড়ির কাজ/উদ্যোগ যা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম ব্যহত করতে না পারে সে বিষয়ে সিডিএ হতে সমীক্ষা প্রতিবেদন ও Traffic Impact Study চাওয়া হবে।	সদস্য (এএন্ডপি), চবক। পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রাট, চবক। পরিচালক (পরিবহন), চবক।
৫.	<u>চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-</u> চট্টগ্রাম বন্দরে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এক্সেস কন্ট্রোল এবং ভিডিও সার্ভিলেন্স সিস্টেম সংগ্রহ, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ, বে-টার্মিনাল ইয়ার্ড নির্মাণ, ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, পোর্ট এক্সেস রোড নির্মাণ, পোর্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন নির্মাণ, চারটি কিউজিসি সংগ্রহ, ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণ, মাতারবাড়ি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ, নেভিস সম্প্রসারণ, মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভলপমেন্ট, মাতারবাড়ি ভূমি অধিগ্রহণ, বে-টার্মিনালের ভূমি অধিগ্রহণ, লাইটার জেটি নির্মাণ, হেভি লিফ্ট জেটি নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর এবং মিউজিয়াম নির্মাণ, বে-টার্মিনালে ব্রেক ওয়াটার নির্মাণ, বে-টার্মিনালের ড্রেজিং কার্যক্রম, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম এবং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, পোর্ট সিকিউরিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট, মসজিদ এবং কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রভৃতি কাজ চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জরুরী । এ সকল কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	আলোচ্য প্রকল্প/কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং ডিপিপি/এপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	সকল বিভাগীয় প্রধান, চবক। সকল প্রকল্প পরিচালক, চবক।
৬.	<u>আইএসপিএস কোড বাস্তবায়ন-</u> চট্টগ্রাম বন্দর একটি আইএসপিএস কমপ্লায়েন্স পোর্ট। চবক তে আইএসপিএস কোড বাস্তবায়নে কোন সমস্যা থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ইতোমধ্যে প্রতিটি জেটি গেইটে প্রয়োজনীয় নেটওয়াকিং সিস্টেম স্থাপন সহ অন্যান্য সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জুন মাসে ইউএস কোস্ট গার্ড আইএসপিএস কোড বাস্তবায়নের বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ভিজিট করবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম, পারসোনাল চেকিং এবং ভেহিক্যাল চেকিং এর উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। রাতের বেলায় যেন পোর্টের ভিতরে কোন অনঅনুমোদিত ব্যক্তি অবস্থান করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে প্রবেশকারী ট্রাক-ড্রাইভার ও সহকারীদের বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করতে হবে। আন-	(ক) চট্টগ্রাম বন্দরে আইএসপিএস কোড পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান সহ সকল অনুশাসন/কার্যক্রম প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। (খ) চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে প্রবেশকারী সকল	সদস্য (হারবার ও মেরিন), চবক। পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক। পরিচালক (প্রশাসন), চবক।

	রেজিস্টার্ড কোন ড্রাইভার/সহকারী বন্দরের জেটিতে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	ট্রাক/যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন এবং ড্রাইভার/ সহকারীদের বায়োমেট্রিক রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে। আন-রেজিস্টার্ড কোন ট্রাক/ যানবাহন/ড্রাইভার/সহকারী বন্দরে যেন প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।	
৭.	**চট্টগ্রাম বন্দর কার্যক্রম ২৪×৭ চালু রাখা প্রসঙ্গে-** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক চট্টগ্রাম বন্দর কার্যক্রম ২৪×৭ চালু রয়েছে। এ সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সুবিধাও চালু থাকে। যে কোন সময় পণ্য/কন্টেইনার ডেলিভারি দিতে চট্টগ্রাম বন্দর প্রস্তুত। কিন্তু, পণ্য ডেলিভারির সাথে জড়িত সিএন্ডএফ এজেন্ট, জেটি সরকার সহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন কেবল সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টার মধ্যে পণ্য ডেলিভারি নিতে আগ্রহী দেখা যায়। ফলে এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার ট্রাক প্রয়োজনীয় লোকবল সহ বন্দরে প্রবেশ করে। এতে অনাকাঙ্খিত চাপ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। বিকালে/রাতে পণ্য ডেলিভারি নিতে আগ্রহ দেখা যায়না। পণ্য ডেলিভারি নেয়ার জন্য ২৪ ঘন্টা সময়ের মধ্যে সিএন্ডএফ এজেন্ট, জেটি সরকার সহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লোকজনের জন্য বিকালে/রাতে টাইম/স্লট নির্ধারণ করে দেয়া গেলে দিনের বেলায় একই সময়ে অধিক চাপ সৃষ্টি হবে না এবং ঝুঁকি হ্রাস পাবে।	এ বিষয়ে স্টেক হোল্ডারদের সাথে সভা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	পরিচালক (পরিবহন), চবক। সচিব, চবক।
৮.	**কক্ষ সংকট-** চট্টগ্রাম বন্দর ভবনে নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের বসার জন্য কক্ষ সংকট রয়েছে মর্মে উত্থাপন করা হয়। এছাড়া পেনশন ভোগীদের ওয়েটিং রুম ও পেনশন প্রদানের জন্য কক্ষ সংকট রয়েছে মর্মে জানানো হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষার হাজার হাজার প্রার্থীর উত্তরপত্র সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কোন কক্ষ নেই। এ সকল উত্তরপত্র দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষ জরুরী প্রয়োজন।	বন্দর ভবনে বিল্ডিং/কক্ষ স্বল্পতার কারণে আলোচ্য বিষয়ে সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।	প্রধান প্রকৌশলী, চবক।
৯.	**বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিয়মিত চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ক তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে-** বিভিন্ন গণমাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক তথ্য প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। বাংলাদেশে টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র দৈনিক ৮-৯ ঘন্টা সম্প্রচার হচ্ছে। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজের গমনাগমন, দৈনিক কার্গো/কন্টেইনার হ্যান্ডলিং, ঘূর্ণিঝড়ের সময় চট্টগ্রাম বন্দরের গৃহীত পদক্ষেপ, বন্দরের সক্ষমতা, বন্দরের সীমাবদ্ধতা, চবক এর কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/সংবাদ নিয়মিতভাবে সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সরবরাহ করা যায়। এতে চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত/প্রচারিত নেতিবাচক সংবাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠা সহজ হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশে টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সরবরাহ করা হোক।	সদস্য (এএন্ডপি), চবক। উপ-সংরক্ষক, চবক। পরিচালক (পরিবহন), চবক। সচিব, চবক।
১০.	**চবক কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র ড্রেস কোড নির্ধারণ প্রসঙ্গে-** চবক কর্মকর্তাদের স্যুট, টাই সহ ঋতুভেধে ড্রেস কোড থাকা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি মহোদয় পুনরায় আলোকপাত করেন। কর্মকর্তাদের আলাদা ড্রেস কোড থাকলে বিভিন্ন সভা/অনুষ্ঠানে তাঁদের আলাদাভাবে চিনতে সুবিধা হয়। দাপ্তরিক ড্রেস পরিধান একটি গর্বের বিষয়। বর্তমানে কেবল হাইড্রোগ্রাফী বিভাগের কর্মকর্তাদের ড্রেস রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র ড্রেস কোড নির্ধারণ করা যেতে পারে। চবক কর্মকর্তাদেরকে গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন দুই ধরণের পোষাক প্রদান করা যেতে পারে।	চবক কর্মকর্তাদের স্বতন্ত্র ড্রেস কোড নির্ধারণ ও সংগ্রহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), চবক। কন্ট্রোলার অব স্টোরস, চবক। সচিব, চবক।

চবক এর সদস্য (হারবার ও মেরিন), ক্যাপ্টেন এম শফিউল বারি এবং উপ-সংরক্ষক, ক্যাপ্টেন ফরিদুল আলম এর মাতা সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। সভায় তাঁদের মায়ের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতি মহোদয় আসন্ন পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা ও আমন্ত্রণ জানান। বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গঠিত কমিটি সমূহের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তাগিদ দেন। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

নথি নং-১৮.০০.০০০০.১৮১.০৬.০১৮.১৯/৫৩০ তারিখঃ ২ জুলাই, ২০১৯খ্রি.।

বিতরণঃ সদয় অবগতি ও কার্যার্থে।

১। সকল সদস্য, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
২। সকল বিভাগীয় প্রধান/উপ-বিভাগীয় প্রধান/শাখা প্রধান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৪। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৫। সকল প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৬। সভাপতি / সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ);
৭। চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের একান্ত সহকারী চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৮। গার্ড ফাইল, অফিস কপি।

পরিচালক (প্রশাসন)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ